আমাদের সময়

তারিখ 09 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

এমসি কলেজে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

# বাইরের দ্বন্দ্বে রক্ত ঝরে ক্যাম্পাসে

সজল ছত্রী, সিলেট ●

গত কয়েক বছরে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বই পরিচয় হয়ে উঠেছে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমসি (মুরারিচাঁদ) কলেজ ছাত্রলীগের। কলেজ ছাত্রলীগের নাম ভাঙ্গিয়ে চলছে অপরাধচর্চা। নিজ সংগঠনের কর্মীকে খুন ও পঙ্গু করে দেওয়ার মতো অভিযোগ তো আছেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কথায় কথায় অস্ত্রের মহড়া দেওয়া, এমনকি শত বছরের পুরনো ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও আছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে।

দলীয় একাধিক সূত্রে জানা যায়, মূলত বাইরের রাজনীতি প্রভাব ফেলছে এমসি কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে। ক্যাম্পাসের কর্মীদের ব্যবহার করে আশপাশের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার সহজ হওয়ায় সে সুযোগ নিচ্ছেন বাইরের নেতারা। ফলে কলেজ ছাত্রলীগের গ্রুপিং বারবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে যাচ্ছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ক্যাম্পাসে ঘটছে সংঘর্ষ। আহত হচ্ছেন দলীয় কর্মীরা। এতে শেষ হয়ে যাচ্ছে অনেকের শিক্ষাজীবন। ক্যাম্পাসের বাইরে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## বাইরের দ্বন্দ্বে রক্ত ঝরে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) টিলাগড় এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষে জড়িয়েছে ছাত্রলীগ। এমসি কলেজের অবস্থান সিলেট নগরীর টিলাগড়ে। এ কলেজের প্রাচীর লাগোয়া আরও একটি সরকারি কলেজের অবস্থান। সেখানের রাজনীতিও এমসি কলেজকেন্দ্রিক। সাবেক ছাত্রলীগ এবং বর্তমানে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই প্রভাবশালী তরুণ নেতা অ্যাডভোকেট রণজিত সরকার ও আজাদুর রহমান আজাদের বাড়ি টিলাগড়ে। বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরীর বাড়িও টিলাগড় এলাকায়। তাদের মিত্রতা ও শত্রুতা নিয়ন্ত্রণ করে কলেজ ছাত্রলীগের রাজনীতিকে। এলাকায় আধিপত্য ধরে রাখতে এ নেতারা ছাত্রলীগকে ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ আছে। ছাত্রলীগের গ্রুপিং কোন্দলের কারণে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অনেক আগে থেকেই টিলাগড়ভিত্তিক ছাত্রলীগ মূলত দুটি গ্রুপে বিভক্ত। একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিতেন রণজিত সরকার ও আজাদুর রহমান আজাদ। নানা হাত বদলে অন্য গ্রুপটির নেতৃত্বে ছিলেন বাবলা চৌধুরী ও যুবলীগ নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ।

তবে ক্যাম্পাসের ভেতরে বাবলা চৌধুরী ও আসাদ গ্রুপের নেতৃত্ব দিতেন পঙ্কজ পুরকায়স্থ, হোসাইন, রুহেলসহ কয়েকজন। অন্যদিকে আজাদ-রনজিৎ গ্রুপের নেতৃত্ব দিতেন হিরন মাহমুদ নিপু ও জাহাঙ্গীর আলম। এর বাইরেও ক্যাম্পাসভিত্তিক একটি গ্রুপ রয়েছে, যারা টিলাগড়ের বাইরে আওয়ামী লীগ নেতাদের আশীর্বাদ নিয়ে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার চালিয়ে যাচ্ছিল।

২০১০ সালের ১২ জুলাই অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরেই টিলাগড়ে খুন হন এমসি কলেজের গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগকর্মী উদয়েন্দু সিংহ পলাশ।

ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, টিলাগড়ে সক্রিয় ছাত্রলীগের বাবলা-আসাদ ও রণজিত আজাদ গ্রুপ। এক সময় একক আধিপত্য ছিল রণজিত আজাদ গ্রুপের। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমানের আশীর্বাদ পেয়ে আসাদ-বাবলা গ্রুপও চাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে বিরোধের জেরে একসময় দুর্বল হয়ে আসে বাবলা-আসাদ গ্রুপ। অন্যদিকে নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে আজাদ-রণজিত গ্রুপের নেতারা। বাইরে এই দুই নেতা আন্তরিকতা দেখালেও মূলত প্রভাব ধরে রাখতেই এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে একের পর এক সংঘর্ষে জড়াচ্ছে বিবদমান গ্রুপ দুটি।

এর মধ্যে ক্যাম্পাস থেকে জেলা ছাত্রলীগে স্থান পান পঙ্কজ পুরকায়স্থ ও হিরণ মাহমুদ নিপু। কিন্তু নিজেদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দুজনই জেলা ছাত্রলীগর সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতির পদ হারান। বহিষ্কারের পরও তারা ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারে মরিয়া হয়ে ওঠে।

এক সময় আজাদের নিয়ন্ত্রণে আসে পঙ্কজ ও নিপু, আর রণজিত গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে শুরু করে দেবাংশু দাশ মিঠু ও রায়হান চৌধুরী। রায়হান চৌধুরী জেলা কমিটিতে স্থান পাওয়ার পর ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারে শুরু করে নতুন তৎপরতা।

সর্বশেষ গত সোমবারও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রায়হান চৌধুরী ও হিরণ মাহমুদ নিপু গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। গুলিবিদ্ধ হন নিপু গ্রুপের রতন গুপ্ত ও খায়রুল ইসলাম শাহীন। এর মধ্যে শাহীনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রায়হান চৌধুরীর বক্তব্য হচ্ছে, তার নিজস্ব কোনো গ্রুপ নেই। কিছু উগ্র কর্মী এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। তবে হিরণ মাহমুদ নিপু দাবি করেন, রায়হান চৌধুরী গ্রুপের কর্মীরাই সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাহরিয়ার আলম সামাদ বলেন, এমসি কলেজ ইউনিট জেলার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এটি কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত। তবে জেলার সভাপতি হিসেবে আমি বলব, বাইরের নেতাদের আধিপত্য বিস্তারের লোভের কারণেই এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হচ্ছে এমসি কলেজে। এতে ছাত্রলীগের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এমসি কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি নেই দীর্ঘদিন ধরে। এ সুযোগ নিচ্ছেন প্রভাব বিস্তারকারী নেতারা। কমিটি থাকলে হয়তো একটা চেইন অব কমান্ড থাকত। এখন কর্মীদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা হচ্ছে।